কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ ঃ ৫০ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০১৬ খ্রি. ❑ ১৭ কার্তিক- ১৭ পৌষ ❑ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদক
মোঃ তোফায়েল আহমদ
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
নুরুজ্জামান
সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রিন্টোলাইন
৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০,
ফোন: ৮৩২২২২১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জাকঁজমকভাবে পালিত হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষিভবনে এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ''বদলে যাচ্ছে জলবায়ু বদলে যাচ্ছে কৃষি, টেকসই উপকরণ যোগান দেবে বিএডিসি'' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি যথা-কার্যক্রম প্রদর্শনী, স্বেচ্ছায় রক্তদান ও ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি মাথায় নিয়ে বিএডিসি'র যাত্রা শুরু হয়। সংস্থাটি ফসল উৎপাদনের ৩টি উপকরণ যথা-গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, আধুনিক সেচ সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণ, মানসম্মত সার আমদানি ও বিতরণের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বিএডিসি কর্তৃক ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৩ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ সালে ৪৯,৭১৮৮ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন নন ইউরিয়া সার আমদানি এবং ৯.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন নন ইউরিয়া সার কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। বিএডিসি'র সফলতার ধারাবাহিকতায় দেশের কৃষি উন্নয়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বিএডিসি কৃষি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার -১৪১৭ স্বর্ণপদক অর্জন করে।

ভেতরের পাতায়.....

বিএডিসি'র ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৬ উদ্‌যাপিত..... ০৩
বিএডিসিতে 'রাইস ব্রিডিং অ্যান্ড সিড টেকনোলজি' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব.... ০৪
সৌদি আরব থেকে ২.২৫ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি ০৫
বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উইং এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা..... ০৮
বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম ০৯
বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে ১১
মাঘ- ফাল্গুন মাসের কৃষি ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বিএডিসি'র ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৬ উদ্‌যাপিত

বাংলাদেশ কৃষিউন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ দিলকুশাস্থ বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষিভবনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ''বদলে যাচ্ছে জলবায়ু বদলে যাচ্ছে কৃষি, টেকসই কৃষি উপকরণ যোগান দিবে বিএডিসি'' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি যথা-কার্যক্রম প্রদর্শনী, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, সংস্থার ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।

বিএডিসি'র ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্নিকন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ, সংসদ সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। সভায় মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ নুর মোহাম্মদ মন্ডল, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (বীপ্রকে) জনাব মোঃ মুকসুদ আলম খান (মুকুট) ও বিএডিসি'র সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার ৫৫ তম বর্ষ পূরণ করেছে।

বিএডিসি'র ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকার বদ্ধ। এ লক্ষ্যে পরিবর্তিত জলবায়ু প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি সরকারি ভাবে হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিতস্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারাকে টেকসই রূপ দেয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সেলক্ষ্যে বিএডিসি সোপান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বিএডিসি'র বিষয়ে কৃষি মন্ত্রী বলেন, একটি সংস্থার জন্য ৫৫ বছর টিকে থাকা বড় গৌরবের বিষয়। আমরা ১৯৯৬ সালে যখন ক্ষমতায় আসি তখন বিএডিসি ছিল মুমূর্ষু অবস্থায়।

(বাকী অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়)

বিএডিসিতে 'রাইস ব্রিডিং অ্যান্ড সিড টেকনোলজি' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর দিলকুশাস্থ কৃষি ভবনে 'রাইস ব্রিডিং অ্যান্ড সিড টেকনোলজি' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ। গত ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বিএডিসি, চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড ও গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাইভেট লিমিটেড যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিংচুয়ান তিয়ান (Bingchuan Tian)। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানির বাংলাদেশি কো-পার্টনার গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রাইভেট লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহদাব আকবর।

সেমিনারে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, নিয়ন্ত্রক (অডিট) ড. মোয়াজ্জেম হোসেনসহ কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের কর্মকর্তাসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব বলেন, বীজ হচ্ছে কৃষির মুখ্য উপাদান। বিএডিসি বাংলাদেশে বীজ উৎপাদনে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের কৃষি জমি কমছে কিন্তু মানুষ বাড়ছে। এ বিপরীত ধারায় খাদ্যের চাহিদা পূরণে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করতে হবে।

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

উলেখ্য, কৃষির উৎপাদন বাড়াতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানি লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে একটি প্রায়োগিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বিএডিসিতে এ বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিংচুয়ান তিয়ান (Bingchuan Tian)।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের কৃষিকেও নানারকম ঝুঁকি ও হুমকির মুখে ফেলেছে। খরা, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রয়োগিক গবেষণা কেন্দ্রটি এসব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ধানসহ বিভিন্ন ফসলের উপযুক্ত জাত উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখবে। প্রয়োগিক গবেষণা কেন্দ্রে স্থানীয় জাতের ধান যেমন- বালাম, কালজিরা, চিনিগুড়া ইত্যাদির সুগন্ধি যথাযথ বজায় রেখে হাইব্রিড বীজ উৎপাদন করা হবে। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন এবং দেশের স্থিতিশীল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে এই প্রায়োগিক গবেষণা কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সৌদি আরব থেকে ২.২৫ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

বাংলাদেশে ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ২০১৭ সালে সৌদি আরব থেকে ২.২৫ লক্ষ মে.টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি হয়। গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে Soudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন Soudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদি আরব এর Director, Marketing and Logistics AYED AL MUTAIRI এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: নাসিরুজ্জামান

চুক্তিপত্রে Soudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদি আরব এর Director, Marketing and Logistics AYED AL MUTAIRI এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মো: নাসিরুজ্জামান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মইনউদ্দিন আবদুল্লাহ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সৌদি আরবে সরকারি সফরে যায়। প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (পরিবহন) জনাব মোঃ তুহিনুজ্জামান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান শেখ বদিউল আলম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করছেন Soudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদি আরব এর Director, Marketing and Logistics AYED AL MUTAIRI এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মো: নাসিরুজ্জামান

সুষম সার ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৩৩ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬ কৃষক পর্যায়ে মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৩৩ মে.টন নন ইউরিয়া সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৯২ হাজার ৩২৫ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬২৩ মে.টন ও ডিএপি ৪৩ হাজার ৬৮৫ মে.টন। বর্নিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৫৪.২ মে.টন সার। ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫১৬ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

চিত্রে বিএডিসি'র ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

বিএডিসি'র কৃষি ভবনে ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধনের পর মোনাজাত করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরীকে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জান

ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের খোঁজখবর নিচ্ছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এমপি

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহ

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম মনুজান সুফিয়ান

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন গত ০৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি লিয়েনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় (এফএও) ন্যাশনাল টিম লিডার আইএপিপি (টিএ) পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং এমবিএ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ১৯৮৩ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। চাকুরী জীবনে তিনি প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, বীজ বিপণন অধিদপ্তর, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কীট নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, ফিল্ড অফিসার, বীজ বিশ্লেষকসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। তিনি তিন সন্তানের জনক। জন্মসূত্রে তাঁর নিজ জেলা লক্ষীপুর।

বিএডিসি'র বীজ ডিলার ও চাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কুমিল্লায় সৈয়দপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে গত ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ SL-8H হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রয় প্রবর্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়নে বীজ ডিলার ও চাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আলী আসগর। সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি চট্টগ্রামের যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন) জনাব আনন্দ চন্দ্র দাস।

সমাবেশ স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমিল্লার উপপরিচালক (বীজ বিপণন) জনাব মোঃ নিগার হায়দার খান। বক্তব্য রাখেন কুমিল্লার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব বাবু যুগল পদ দে, বিএডিসি চট্টগ্রামের যুগ্মপরিচালক (বীপ্র) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, কুমিল্লার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, যুগ্মপরিচালক (বীপ্র) বিএডিসি, চট্টগ্রাম জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রামের যুগ্মপরিচালক (সার) জনাব মোঃ ইব্রাহীম হোসেন। এছাড়া লক্ষীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকগণ বক্তব্য রাখেন। ফেনী জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা ড. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনসহ কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের ৬ জেলার বিএডিসি'র ডিলার সমিতির সভাপতিগণ বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) বলেন, SL-8H হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রয় প্রবর্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দেশে কম জমিতে অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদনের মাধ্যমে জমি সাশ্রয় করা সম্ভব। তাছাড়া পুষ্টির চাহিদা মিটানোর জন্য ডাল ও তৈল জাতীয় ফসল এবং সবজি চাষ বৃদ্ধি করে দেশকে সুষম খাবারের চাহিদা মিটিয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

সমাবেশে বক্তরা বিএডিসি'র কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ আলী আসগর

বিএডিসি'র সচিব পদে জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সচিব পদে যোগদান করেন। বিএডিসিতে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বে তিনি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ "সকল জেলায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ" প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম (অনার্স), এম.কম ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব সাহা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উইং এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা	মোট
১.	খাল খনন/পুনঃখনন	কি: মি:	২৯৩.৩৬	৪১	৩৩৪.৩৬
২.	বেড়ী বাঁধ নির্মাণ (সকল)	কি: মি:	৩	-	৩
৩.	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	মি:	-	৩৮৫	৩৮৫
৪.	ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি: মি:	২৮.৩	-	২৮.৩
৫.	গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	সংখ্যা	২৯	-	২৯
৬.	গভীর নলকূপ খনন/স্থাপন	সংখ্যা	১৪৬	১২	১৫৮
৭.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (বারিড পাইপ)	কি: মি:	৪৮০.৭	৪৩.৮৫	৫২৪.৫৫
৮.	শক্তিচালিত পাম্প ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	৫২০	২৫	৫৪৫
৯.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২৮৬	-	২৮৬
১০.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিককরণ	সংখ্যা	৫৮২	৩১	৬১৩
১১.	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	-	৫০
১২.	পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	-	১৪
১৩.	সাবমার্জড্ওয়্যার নির্মাণ	সংখ্যা	৭	-	৭
১৪.	স্মার্ট কার্ড বেজড্ প্রিপেইড মিটার	সংখ্যা	২৯১	-	২৯১
১৫.	ফিতা পাইপ সরবরাহ	মি:	৮০০০	-	৮০০০
১৬.	প্রশিক্ষণ কৃষক/ম্যানেজার/ফিল্ডম্যান	জন	১১২০	৬৬০	১৭৮০
১৭.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	সংখ্যা	৭	-	৭
১৮.	পুকুর খনন	সংখ্যা	১৪	২	১৬
১৯.	সোলার পাম্প	সংখ্যা	৯	৫	১৪
২০.	টার্ফিং	ব:মি:	-	৯৩০০০	৯৩০০০
২১.	ক্যাটল ক্রসিং	সংখ্যা	-	২৭	২৭
২২.	আরসিসি আউটলেট	সংখ্যা	-	২৪০	২৪০
২৩.	ওয়াটার কনড্যুইট	সংখ্যা	-	২৯	২৯
২৪.	২-কিউসেক (বিদ্যুৎ চালিত) ফোর্সমোড নলকূপের সাবমার্জিবল পাম্প-মটর, ট্রান্সফর্মার, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সেট	-	৫	৫
২৫.	১-কিউসেক (বিদ্যুৎ চালিত) ফোর্সমোড নলকূপের সাবমার্জিবল পাম্প-মটর, ট্রান্সফর্মার, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	সেট	-	৮	৮
২৬.	সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ	সংখ্যা	১১২০	৬৬০	১৭৮০

দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

২০১৬-১৭ উৎপাদন বর্ষে প্রত্যায়িত মানের দেশি ও তোষা পাট বীজের সংগ্রহ মূল্য ০১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সংস্থার ''ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি'' এর অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়।

উৎপাদন	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)			মন্তব্য
বর্ষ	সকল প্রকার দেশি	সকল প্রকার তোষা	কেনাফ	এ দর সংগ্রহ
২০১৬ - ১৭	১১০/ - (একশত দশ টাকা)	১৫০/ - (এক শত পঞ্চাশ টাকা)	১৫০/ - (এক শত পঞ্চাশ টাকা)	কার্যক্রমের শুরু হতে কার্যকর হবে।

বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক চার শ্রেণির বীজ উৎপাদনের অনুমোদন রয়েছে। শ্রেণিগুলো হলো- মৌল বীজ, ভিত্তি বীজ, প্রত্যায়িত বীজ এবং মানঘোষিত বীজ। বীজ উৎপাদন কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সের মাধ্যমে ভিত্তি বীজ, প্রত্যায়িত বীজ এবং মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

দানাশস্য বীজ প্রকল্পের (আইডিএ ক্রেডিট-৪৭০ বিডি) অধীনে ১৯৭৬ সালে ৬ টি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জোনের সংখ্যা ১৯৭৯-৮০ সালে ৯ টি, ১৯৮০-৮১ সালে ১৩ টি এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৫ টি। বর্তমানে এই ১৫ টি জোনের কার্যক্রম চালু আছে। এ ছাড়াও ২০১৪ সালে কুমিল্লায় একটি জোনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। কিন্তু এই জোনের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের অধীনে দুইটি সার্কেল আছে। সার্কেল দুইটি হলো ঢাকা সার্কেল ও বগুড়া সার্কেল। প্রতিটি সার্কেলের প্রধান হলেন একজন যুগ্মপরিচালক। যুগ্ম পরিচালক ঢাকা সার্কেলের অধীনে ৯ (নয়)টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন অফিস আছে। জোন গুলো হলো - ঢাকা, মধুপুর, জামালপুর, বি-বাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও যশোর। যুগ্ম পরিচালক বগুড়া সার্কেলের অধীনে ৬ (ছয়)টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন অফিস আছে। জোন গুলো হলো - টেবুনিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও।

কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের পরিধি সাধারণত ৫,০০০-৭,০০০ একর হয়ে থাকে। কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের দায়িত্বে থাকেন একজন উপপরিচালক। কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন সর্বোচ্চ ৩টি ইউনিট নিয়ে গঠিত। ইউনিট এর দায়িত্বে থাকেন একজন সহকারী পরিচালক। প্রতিটি ইউনিট সাধারণত ৪টি ব্লক নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ব্লকের পরিধি ৪৫০-৬০০ একর। ব্লকের দায়িত্বে থাকেন একজন উপ সহকারী পরিচালক।

প্রতিটি জোনে সার্ভের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি (একর) নির্বাচন করা হয় মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য। উক্ত জমির প্রকৃত মালিকগণই চুক্তিবদ্ধ চাষি হিসাবে বিবেচিত হন। এই চুক্তিবদ্ধ চাষিগণের মাধ্যমেই মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

মিনি হার্ভেস্টার দ্বারা ধান কর্তন

বীজতলা থেকে চারা উত্তোলন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সীড প্রমোশন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মহাব্যবস্থাপক (বীজ) মহোদয় দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন জাত ও শ্রেণির বীজ উৎপাদন কর্মসূচি জারি করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসূচিতে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ উৎপাদনের বরাদ্দ থাকে। প্রতিটি জোন হতে প্রস্তাবিত বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর কর্তৃক বরাদ্দকৃত বীজ উৎপাদন কর্মসূচি, ১৫ (পনের) টি জোনের মধ্যে ভাগ করে দেন। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স কর্তৃক জারিকৃত জোনওয়ারী বীজ উৎপাদন কর্মসূচি অনুযায়ী জোন প্রধানগণ তাঁর জোনের বিভিন্ন ইউনিট ও ব্লক অনুযায়ী বীজ উৎপাদন কর্মসূচি জারি করেন। উপ সহকারী পরিচালকগণ চুক্তিবদ্ধ চাষিগণের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিনামা সম্পাদন করে থাকেন। চুক্তিনামা অনুযায়ী চাষিগণ বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে মৌল/ ভিত্তি/ প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত শ্রেণির বীজ জোন অফিস হতে সংগ্রহ করেন।

বীজের মাননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপ সহকারী পরিচালক সরাসরি বীজ ফসলের মাঠ তদারকি করেন। উপ সহকারী পরিচালক সর্বদা বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। চুক্তিবদ্ধ চাষিগণ কর্তৃক বীজ উৎপাদনের জন্য সংগৃহীত বীজ, বীজতলায় বপণ থেকে শুরু করে বীজ ফসলের মাঠ আন্তঃপরিচর্যা, বীজ ফসল কর্তন, মাড়াই, শুকানো এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পৌছানো পর্যন্ত যাবতীয় খরচ বহন করেন। বীজ বপণ থেকে শুরু করে কর্তন, মাড়াই, শুকানো এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পৌছানো পর্যন্ত শুধুমাত্র কারিগরি সহযোগিতা যেমন - প্রশিক্ষণ, মাঠ পরিদর্শনের সময় করণীয় সকল কার্যাবলি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। বীজ উৎপাদনের পর কর্তন, মাড়াই, শুকানো, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে পৌছানো, ক্লিনিং গ্রেডিং করার পর ওজন করে বীজ

(বাকী অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)

(০৯ পৃষ্ঠা এর পর)

গ্রহণ করা হয়। বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত সংগ্রহ মূল্য অনুযায়ী গৃহীত বীজের মূল্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদেরকে প্রদান করা হয়।

এক নজরে বীজ উৎপাদন কঃগ্রোঃ বিভাগের আওতায় সকল জোন, ইউনিট সংখ্যা, ব্লকের সংখ্যা, স্কীমের সংখ্যা, কমান্ড এরিয়া ও চুক্তিবদ্ধ চাষির সংখ্যা দেখানো হলো ঃ

ক্রমিক নং	জোন	ইউনিট সংখ্যা	ব্লকের সংখ্যা	স্কীমের সংখ্যা	কমান্ড এরিয়া (একর)	চুক্তিবদ্ধ চাষির সংখ্যা
১	ঢাকা	৩	৭	১০০	১৩৬৪.১৫	৭০৪
২	মধুপুর	৩	৯	২১৩	৫০৫৪.২৬	২৯৪৭
৩	জামালপুর	৩	৯	২৯৭	৪৩৬৪.২২	৩৬২৪
৪	বি-বাড়িয়া	৩	৬	১১৯	৩৪২৪.০০	১৯৩৬
৫	চট্টগ্রাম	৩	৬	৬৩	১৫৬৯.৮৮	৫৮৬
৬	ফরিদপুর	৩	৭	২৭৭	৬২৩৪.৩০	৫১৭৩
৭	চুয়াডাংগা	৩	১০	৬৪২	১৫১৫৭.০২	১১৯৫৮
৮	মেহেরপুর	৩	৯	৩৬২	৬৮৫৭.৪৫	৫০২৩
৯	যশোর	৩	৮	১১৯	২৬৯৪.০৭	১৭০৪
১০	টেবুনিয়া	৩	৮	২৩৪	৪৮০১.৭০	২৪৮৬
১১	রাজশাহী	৩	৭	২৭৮	৫৫৯১.৫৯	২৭৩৮
১২	বগুড়া	৩	৯	২০৩	৪০৪৩.০৯	১২১৬
১৩	রংপুর	৩	৮	১৭২	২৫১৩.৮৫	৫০৭
১৪	দিনাজপুর	৩	৮	৬৭৭	১১২৫৪.৯৮	৩১৯২
১৫	ঠাকুরগাঁও	৩	৯	৬০২	৮৯২৮.৪৩	২১৪৫
	সর্বমোট	**৪৫টি**	**১২০টি**	**৪৩৫৮**	**৮৩৮৫২.৯৯**	**৪৫৯৩৯**

কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের বিগত পাঁচ এবং চলতি ২০১৬-১৭ বছরের কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

নং	উৎপাদন বর্ষ	লক্ষ্যমাত্রা (মে.টন)	অর্জন (মে.টন)	অর্জনের হার
১	২০১১-১২	৫৮৫৩৮	৫৭২০২	৯৭.৭২%
২	২০১২-১৩	৫৪২০৯	৫৩২৪৫	৯৮.২২%
৩	২০১৩-১৪	৬৪৪০৩	৬৩৪৫২	৯৮.৫২%
৪	২০১৪-১৫	৬৩৪০৯	৬৩৪৯৮	১০০.১৪%
৫	২০১৫-১৬	৫৫১১০	৫০৬০৯	৯১.৮৩%
৬	২০১৬-১৭	৪৬৯২৪	উৎপাদন এবং সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে।	-

সানিং ফ্লোরে ধান শুকানো হচ্ছে

পদোন্নতি

প্রশাসন পুল

* উপসচিব (চলতি দায়িত্ব), ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ শাহিন মিয়াকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা এবং উপসচিব (সমন্বয়) এর অতিরিক্ত দায়িত্বে বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* উপসচিব (চলতি দায়িত্ব), সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপসচিব সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

অর্থ পুল

* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), বিএডিসি, কুমিল্লায় কর্মরত জনাব আব্দুল মোমেনকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব সাবরিনা সুলতানাকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত জনাব মোসলে উদ্দিন জুয়েলকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে

প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি, লালমনিরহাট

আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম, কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, রংপুর জেলার কাউনিয়া, গংগাচড়া, মিঠাপুকুর, গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্যাপুর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ এবং নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ, জলঢাকাসহ মোট ২৬ টি উপজেলা নিয়ে মোট ৩৪২১.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৪ (চার) বছর মেয়াদে বিগত ১২ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কিছু অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম বৃদ্ধিপূর্বক প্রকল্পটির মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ১ম সংশোধিত হয়।

প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ১। আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৩,০৫৩ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা এবং প্রতি বছর অতিরিক্ত ১০,৬৮৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন ২। কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার কৃষক, স্কীম ম্যানেজার ও পাম্প চালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি।

রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় প্রকল্পের মাধ্যমে ১ কিউসেক সাকশন মোড নলকূপ স্থাপন ও ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ

প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের ৫ জেলায় ৩০ টি ১ কিউসেক এলএলপি ইঞ্জিন ও পাম্প কৃষকদের মাঝে মাঠে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্প এলাকায় ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা সম্বলিত ৪০ টি ১ কিউসেক সাকশন মোড নলকূপ ও ৪০ টি ১ কিউসেক ফোর্স মোড নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রকল্প এলাকার নলকূপ সমূহে ১২০ কিলোমিটার বারিড পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং ২৯০০ হেক্টর জমি আধুনিক সেচের আওতায় এসেছে। একই সাথে স্কীম সমূহে ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১৫০ মিমি ডায়া সম্বলিত ৫ কিলোমিটার রাবার হুজ পাইপ সরবরাহ করায় কমান্ডিং এরিয়া বৃদ্ধিসহ কাঁচা নালা অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক সেচ ব্যবস্থা ও অডউ পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্কীম সমূহের প্রায় ৮০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ফিতা পাইপের মাধ্যমে সেচ প্রদান

প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলে তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি সংশোধন করে বর্তমান অর্থ বছরে আরও প্রায় ৮০ টি স্কীমে প্রতিটিতে ৩৫০ মিটার করে অতিরিক্ত আরও ২৮ কিলোমিটার বারিড পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় কৃষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২৬১ টি স্কীমে প্রতিটিতে ২০০ মিটার করে মোট ৫২.২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লেক্সিবল হুজ পাইপ সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে করে আরও ১৬৩৬.৮০ হেক্টর জমি আধুনিক সেচ ব্যবস্থার আওতায় আসবে। কৃষি প্রধান উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের কৃষি কাজের প্রধান সমস্যা সেচ ব্যবস্থা। এই সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে বৃহত্তর রংপুর জেলায় আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার স্কীম সমূহের সেচ ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রার চেয়েও অধিক জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে বাড়তি খাদ্য শস্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে। আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রকল্পটি অসামান্য ভূমিকা রাখবে। উত্তরাঞ্চলের কৃষির যুগোপযোগিতা বজায় রাখতে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ আকারে আধুনিক ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পদোন্নতি

কৃষিপুল

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আলী আসগরকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, কন্টাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মজিবুল হককে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, (আলু বীজ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নুরুল আলমকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, (বীপ্রস) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব আশুতোষ লাহিড়ীকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, খামার এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নূরনবী সরদারকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, রংপুরে, কর্মরত জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হককে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, চট্টগ্রামে কর্মরত জনাব মোঃ ইকবাল হোসেনকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, কিশোরগঞ্জ এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত ড. মোঃ রফিকুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (সার) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব মোঃ সেলিম হায়দারকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (পাটবীজ), বিএডিসি, বগুড়ায় কর্মরত জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেনকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (খামার) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, দত্তনগর, ঝিনাইদহে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ খানকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব মোঃ কবিরুল হাসানকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* উপব্যবস্থাপক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার বিভাগ, বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহম্মেদকে যুগ্ম পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব মোঃ আ.ফ.ম সাইফুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) বিএডিসি, বরগুনা এর বিপরীতে বীআমক, পটুয়াখালীতে কর্মরত জনাব সঞ্জয় কুমার দেবনাথকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, নুরনগর, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ আমিন উল্যাকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক বীজ বিতরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, গাজীপুরে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ জাকিরুল আলম সরকারকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বোয়ালিয়া, খুলনায় কর্মরত জনাব কে এম আবুল কালামকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ বিতরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, জয়পুরহাটে কর্মরত জনাব মোঃ শফিউল আলমকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজের আপদকালীন মজুদ প্রকল্প, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জে কর্মরত জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল আলমকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি

* সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ডাল ও তৈল বীজ কন্টাক্ট গ্রোয়ার্স জোন, বিএডিসি, মেহেরপুরে কর্মরত জনাব মির্জা শফিকুল ইসলামকে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, খুলনায়, কর্মরত জনাব মোঃ কামাল উদ্দিনকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক, বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, কক্সবাজারে কর্মরত জনাব সুমন চাকমাকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক (ক:গ্রো:) দপ্তর, বিএডিসি, রাজশাহী এর বিপরীতে শিক্ষা প্রেষণে জনাব সুজিত কুমার বিশ্বাসকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক (খামার) দপ্তর, বিএডিসি, মধুপুর টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব সাজিয়া আফরিন খান মজলিশকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মাহমুদ তারেক আনোয়ারকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, বিএডিসি, ঠাকুরগাঁওয়ে কর্মরত জনাব এস.এম.মাহবুব অর রশিদেকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

* সহকারী পরিচালক, আলু বীজ হিমাগার, বিএডিসি, রংপুরে কর্মরত জনাব জিয়াউর রহমানকে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক স্ব-কর্মস্থলে কর্মরত থেকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকৌশল পুল

* প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুজ্জামানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব উত্তম কুমার রায়কে প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মাহবুব মুনীরকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল ও প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি, ঢাকা এর অতিরিক্ত দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে।

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পূর্বাঞ্চল এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ফেরদৌসুর রহমানকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পূর্বাঞ্চল, সেচভবন, বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওকা) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, বগুড়া সার্কেলের বিপরীতে অধ্যক্ষ, বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব মোঃ শামীম দাদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া সওকা সার্কেলের বিপরীতে অধ্যক্ষ, বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাঙ্গাইলে পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ সার্কেল, বিএডিসি, পাবনা এর চলতি দায়িত্বে, কর্মরত জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকারকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা ক্ষুদ্রসেচ সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক, (পানাসি), বিএডিসি, পাবনায় পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ সার্কেল, বিএডিসি, বরিশাল এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক (বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প) পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* উপপ্রধান প্রকৌশলী, মিশু বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেনকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক উপপ্রধান প্রকৌশলী, (মিশু), বিএডিসি, ঢাকায় পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, কুমিল্লা এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মুহাম্মদ বদরুল আলমকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক (পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প) পদে পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বিএডিসি, রংপুর এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব খান ফয়সল আহমদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক, সমাপ্ত বৃহত্তর ঢাকা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প এবং ফোর্সমোড নলকূপের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম দ্বারা কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওকা সার্কেল, বিএডিসি, যশোর এর চলতি দায়িত্বে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল রশিদকে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর (সওকা) সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর- গোপালগঞ্জ- বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্বে পদায়ন করা হয়েছে।

মেধাবী মুখ

ফাতেমা তুজ জহুরা

ফাতেমা তুজ জহুরা ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে ডগাইর রুস্তম আলী হাইস্কুল থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফাতেমা বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, সেচ ভবন, ঢাকায় সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে কর্মরত জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এর কনিষ্ঠ কন্যা। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ ইসতিয়াক ইসলাম অনিক

মোঃ ইসতিয়াক ইসলাম অনিক ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনিক বিএডিসি কৃষি ভবনের জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ মাহতাব মিয়া এর পুত্র। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

তন্ময় দাস (সাগর)

তন্ময় দাস (সাগর) ২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে সকল বিষয়ে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (বীজ বিপণন), চট্রগ্রাম বিভাগ, চট্রগ্রাম পদে কর্মরত কৃষিবিদ আনন্দ চন্দ্র দাস এর কনিষ্ঠপুত্র। তন্ময় দাস (সাগর) ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

মোঃ শাহিন হোসেন

মোঃ শাহিন হোসেন ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। শাহিন বিএডিসি'র কৃষি ভবনের জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত গাড়িচালক জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এর ছেলে। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

শোক সংবাদ

* বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এর সহধর্মিণী নাজমা খাতুন গত ০৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পূর্বাঞ্চল, বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকায় কর্মরত সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোখলেছুর রহমান গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, ময়মনসিংহ দপ্তরাধীন সহকারী পরিচালক (সার), বিএডিসি, ময়মনসিংহ দপ্তরের পিআরএল ভোগরত সহকারী কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ মোমেন ভূইয়া ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, সাঁথিয়া জোন ও প্রেষণে পানাসি প্রকল্প দপ্তরে কর্মরত সহকারী কোষাধ্যক্ষ জনাব মতিউর রহমান গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

*সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) দপ্তর, বিএডিসি, নীলফামারী জোনাধীন ডোমার ইউনিট দপ্তরে কর্মরত মেকানিক জনাব মকবুল হোসেন গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়, বিএডিসি মানিকগঞ্জ জোনের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী মেকানিক জনাব আ কা মো: আলমগীর মিয়া গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* বিএডিসি'র সদর দপ্তরের ক্রয় বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব শাহানা ইয়াসমিন গত ০৯ নভেম্বর২০১৬ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজের মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক বিগত ২৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৫-১৬ মৌসুমে উৎপাদিত ও সংগৃহীত এবং ২০১৬-১৭ বিতরণ মৌসুমে বিতরণযোগ্য বিভিন্ন ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	বীজের নাম	বীজের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ কমিটি এর অনুমোদিত বিক্রয়মূল্য (টাকা/ কেজি)			
		চাষি পর্যায়ে		ডিলার পর্যায়ে	
		ভিত্তি	মানঘোষিত	ভিত্তি	মানঘোষিত
১	মসুর	১১৫.০০ (একশত পনের)	১১০.০০ (একশত দশ)	১০২.০০ (এক শত দুই)	৯৭.০০ (সাতানব্বই)
২	মুগ	৬০.০০ (ষাট)	৫৮.০০ (আটান্ন)	৫৩.০০ (তিপ্পান্ন)	৫১.০০(একান্ন)
৩	মাসকলাই	৮২.০০ (বিরাশি)	৮০.০০ (আশি)	৭২.০০ (বাহাত্তর)	৭০.০০ (সত্তর)
৪	খেসারী	৫০.০০ (পঞ্চাশ)	৪৮.০০ (আটচল্লিশ)	৪৪.০০ (চুয়াল্লিশ)	৪২.০০ (বিয়াল্লিশ)
৫	ছোলা	৬৮.০০ (আটষট্টি)	৬৬.০০ (ছিষট্টি)	৬০.০০ (ষাট)	৫৮.০০ (আটান্ন)
৬	মটর	৬০.০০ (ষাট)	৫৮.০০ (আটান্ন)	৫৩.০০ (তিপ্পান্ন)	৫১.০০ (একান্ন)
৭	ফেলন	৬০.০০ (ষাট)	৫৮.০০ (আটান্ন)	৫৩.০০ (তিপ্পান্ন)	৫১.০০ (একান্ন)
৮	সরিষা-হলুদ সম্পদ, বারি ১৪, ১৫)	৬২.০০ (বাষট্টি)	৬০.০০ (ষাট)	৫৫.০০ (পঞ্চান্ন)	৫৩.০০ (তিপ্পান্ন)
	সরিষা-পিঙ্গল (টরি৭, বারি ৯, বারি ১১, বিএডিসি ১ ও বিনার সকল জাত)	৬০.০০ (ষাট)	৫৮.০০ (আটান্ন)	৫৩.০০ (তিপ্পন্ন)	৫১.০০ (একান্ন)
৯	চীনাবাদাম (ঢাকা - ১)	৮৪.০০ (চুরাশি)	৮২.০০ (বিরাশি)	৭৪.০০ (চুয়াত্তর)	৭২.০০ (বাহাত্তর)
	বিনা ৪, বিনা ৬, বিনা ৮, বারি ৯)	৮৬.০০ (ছিয়াশি)	৮৪.০০ (চুরাশি)	৭৬.০০ (ছিয়াত্তর)	৭৪.০০ (চুয়াত্তর)
১০	সয়াবিন	৫৬.০০ (ছাপান্ন)	৫৪.০০ (চুয়ান্ন)	৫০.০০ (পঞ্চাশ)	৪৮.০০ (আটচল্লিশ)
১১	সূর্যমুখী	৭০.০০ (সত্তর)	৬৮.০০ (আটষট্টি)	৬২.০০ (বাষট্টি)	৬০.০০ (ষাট)
১২	তিল	৫০.০০ (পঞ্চাশ)	৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ)	৪৪.০০ চুয়াল্লিশ)	৪০.০০ (চল্লিশ)

বিএডিসি'র ৫৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৬ উদ্‌যাপিত

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

সেখান থেকে বিএডিসিকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছি। আমরা বিএডিসিকে মরতে দিবনা, সুস্থ সবল করে তুলবো।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা বিএডিসিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিএডিসসি'র অবদান অনস্বীকার্য। কৃষিমন্ত্রী বিএডিসিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যেহেতু আপনারা এই দেশে ক্ষেতে খামারে কৃষকের অত্যন্ত কাছ থেকে কাজ করেন, সেহেতু দেশি যে সমস্ত জাত খরাসহিষ্ণু এবং কম পানি লাগে সে সকল জাতের ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করবেন। বিএডিসি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় উচ্চ ফলনশীল জাত আবিষ্কার করতে হবে। হাইব্রিড এই দেশে সবজি উৎপাদনে বিপ্লব সাধন করেছে। আমরা সবজি উৎপাদনে ৩য় অবস্থানে রয়েছি। দেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিএডিসি আরোও গতিশীল ও জোরালো ভূমিকা পালন করবে বলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। দেশের কৃষি উন্নয়ন ও সরকারের কৃষি নীতি বাস্তবায়নে বিএডিসি ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে আসছে। এ লক্ষ্যে উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ, অটোসিড প্রসেসিং প্লান্ট, ডিহিউমিডিফাইড গোডাউন স্থাপন, রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় গুণগত মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ, সার সংরক্ষণের জন্য স্টীল গুদাম নির্মাণ, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যাম, হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরি বাঁধ, ডাগওয়েল, আর্টিসিয়ান নলকূপ, বারিড পাইপ, ফিতা পাইপ, ড্রিপইরিগেশন, নবায়ন যোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে সেচ সুবিধা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, বিএডিসি'র প্রাক্তন চেয়্যারম্যানগণসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাঘ- ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধান :

বোরো ধান রোপণের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮, ব্রিধান ২৯, ব্রিধান ৪৫, ব্রিধান ৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি থেকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানের ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার একসাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানি দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম :

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজন বোধে সেচে ও আগাছা পরিস্কার করতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আলু :

আলুর জমিতে এসময় সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সব্জী :

শীতকালীন শাকসব্জীর যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাসঃ

বোরো ধানের ক্ষেতে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপণ এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগালে তুলনামূলকভাবে কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রিধান- ২৮,ব্রিধান- ৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমন করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পরপর ডাইথেন- এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে। আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগামা লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিস্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সব্জীর চাষ শুরু করা যায়। এ মাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরি করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

“বিএডিসি’র বীজ ব্যবহার করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা বিএডিসি'র সচিব পদে যোগদান করায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন

বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)

কুমিল্লা-চাঁদপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিএডিসি কল্যাণ সমিতি

বিএডিসি টেকনিক্যাল এসোসিয়েশন

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ) নেতৃবৃন্দ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ) নেতৃবৃন্দ শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে যাচ্ছে

বিএডিসি'র ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরীর কৃষি ভবনে আগমন উপলক্ষ্যে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি'র সিবিএ নেতৃবৃন্দ

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমন্বয় সভায় উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম

বিএডিসি'র নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম

বিএডিসি'র কৃষি ভবনের বোর্ড রুমে বোর্ড মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কৃষির উৎপাদন বাড়াতে বাংলাদেশে বিএডিসি এবং চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে একটি প্রয়োগিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং চায়না ন্যাশনাল সিড গ্রুপ কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট বিংচুয়ান তিয়ান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত বাজেট ব্যবস্থাপনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

বিএডিসি'র ৫৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৬ উপলক্ষ্যে কৃষি উপকরণ প্রদর্শনী

বিভিন্ন প্রকার বীজ

কৃষি উপকরণ পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি

রাবার ড্যাম দ্বারা সেচ কার্যক্রমের মডেল

বিএডিসি'র আমদানিকৃত সার

বিভিন্ন প্রকার বীজ ও সবজী

বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল ঃ prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.badc. gov.bd, এবং প্রিন্টোলাইন, ৫১, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।